গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য অধিদপ্তর
প্রশাসন বিভাগ
১৬, আব্দুল গণি রোড, ঢাকা।
www.dgfood.gov.bd

এপ্রিল/২০১৯ মাসের মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী

সভাপতিঃ	মোঃ আরিফুর রহমান অপু। মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।
সভার তারিখ ও সময়ঃ	১৫ এপ্রিল, ২০১৯; বেলা ১০:.৩০ টা.
সভার স্থানঃ	খাদ্য অধিদপ্তরের সভাকক্ষ।
সভার উপস্থিতিঃ	পরিশিষ্ট 'ক' (স্বাক্ষরের ক্রমানুসারে)

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ মাসের মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণীতে কোন সংশোধন না থাকায় এটি দৃঢ়করণ করা হয়। অতঃপর আলোচ্যসূচি সমূহ উপ-পরিচালক (সংস্থাপন) সভায় পর্যায়ক্রমে তুলে ধরলে তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। আলোচনা শেষে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

ক্র.নং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী দপ্তর
১।	পরিদর্শন	ক) সভার শুরুতে পরিদর্শন বিষয়ের উপর আলোচনা করা হয়। বরিশাল বিভাগের পটুয়াখালী জেলার বাউফল উপজেলার কালাইয়া এলএসডি হতে চেয়ারম্যানগণ ভিজিডি ও ভিজিএফ খাতে চাল না নেয়ায়; নিরাপত্তা মজুত গড়ে তোলার জন্য পর্যাপ্ত খালি জায়গার সংকুলান হচ্ছে না মর্মে আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, বরিশাল জানান। বোরো মৌসুমের সংগ্রহকে সফল এবং মজুত গড়ে তোলা ও পর্যাপ্ত খালি জায়গার সংকুলান করার লক্ষ্যে উক্ত এলএসডি'র ভিজিডি এবং ভিজিএফ (মৎস্য) খাতের চাল চেয়ারম্যানগণকে নেয়ার জন্য স্থানীয় প্রশাসনের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, বরিশালকে নির্দেশনা দেয়া হয়। খ) আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, বরিশাল কর্তৃক পটুয়াখালী জেলার গলাচিপা ও খেপুপাড়া এলএসডি হতে আগত বস্তাসহ চালের ওজনের বিষয়ে পরিদর্শন প্রতিবেদনে সুস্পষ্ট তথ্য আসেনি। উল্লেখ্য, খাদ্য অধিদপ্তর হতে একাধিকবার কার্যকরী পরিদর্শনের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। চালের ওজনের বিষয়টি তদন্ত করে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বলা হয়। গ) বরিশাল জেলার শিকারপুর এলএসডিতে টুইন গুদামের এক পার্শ্বে বস্তা এলোমেলো রাখার কারণ; পরিদর্শন প্রতিবেদনে থাকা দরকার ছিল। ঘ) ফেণী জেলার দাঁগনভূইয়া ও নোয়াখালী জেলার চরবাটা এলএসডিতে সংগৃহীত চালের মানের বিষয়ে আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, চট্টগ্রাম কর্তৃক অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়েছে। উক্ত এলএসডি দুটিতে বিনির্দেশ বহির্ভূত চাল সংগ্রহের সঙ্গে জড়িতদের চিহ্নিত করে কঠোর ব্যবস্থা নেয়ার উপর জোর দেয়া হয়।	ক) পটুয়াখালি জেলার বাউফল উপজেলার কালাইয়া এলএসডি হতে ভিজিডি ও ভিজিএফ (মৎস্য) খাতের চাল চেয়ারম্যানগণকে যথাসময়ে নেয়ার জন্য স্থানীয় প্রশাসনের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। খ) (i) আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, বরিশালসহ স্থাপনাসমূহে কার্যকরী পরিদর্শন করতে হবে। বোরো সংগ্রহ কেন্দ্র করে পরিদর্শন জোরদার করতে হবে। (ii) পটুয়াখালী জেলার গলাচিপা ও খেপুপাড়া এলএসডি হতে আগত বস্তাসহ চালের ওজন বিষয়ে তদন্ত করে ব্যবস্থা নিতে হবে। গ) বরিশাল জেলার উজিরপুর উপজেলার শিকারপুর এলএসডিতে টুইন গুদামে বস্তা এলোমেলো রাখার বিষয়ে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ঘ) ফেণী জেলার দাঁগনভূইয়া ও নোয়াখালী জেলার চরবাটা এলএসডিতে বিনির্দেশ বহির্ভূত চাল সংগ্রহের সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	পরিচালক (সকল)/ আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক(সকল)/ জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক (সকল)।

মোঃ আরিফুর রহমান অপু
মহাপরিচালক
খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

ক্র.নং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী দপ্তর
		ঙ) আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, রংপুর এর লালমনিরহাট জেলার হাতীবান্ধা এলএসডি ও আদিতমারী এলএসডি রেকর্ডপত্র হালনাগাদ করার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়।	ঙ) লালমনিরহাট জেলার হাতীবান্ধা এলএসডি, আদিতমারী এলএসডি'র রেকর্ডপত্র হালনাগাদ করতে হবে।	
		চ) খুলনা বিভাগের খুলনা জেলার দাকোপ উপজেলার চালনা এলএসডি, বটিয়াঘাটা উপজেলার বটিয়াঘাটা এলএসডি ও যশোর জেলার কেশবপুর উপজেলার কেশবপুর এলএসডি, মনিরামপুর উপজেলার মণিরামপুর এলএসডি এবং সাতক্ষীরা জেলার কলারোয়া উপজেলার কলারোয়া এলএসডি, তালা উপজেলার পাটকেলঘাটা এলএসডি অর্থাৎ আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক খুলনা কর্তৃক মার্চ/১৯ মাসে পরিদর্শনকৃত ৬টি এলএসডিতেই জুন,২০১৬ এর পরে টোকেন মানি অপরিশোধিত রয়েছে। উল্লিখিত ৬টি এলএসডি'র অবশিষ্ট টোকেন মানি পরিশোধ এবং খুলনা বিভাগের অন্যান্য সকল এলএসডি ও সিএসডি'র টোকেন মানি দ্রুত পরিশোধের ব্যবস্থা নেয়ার বিষয়ে আলোচনা হয়।	চ) খুলনা বিভাগের সকল এলএসডি ও সিএসডির অপরিশোধিত টোকেন মানি দ্রুত পরিশোধ করতে হবে।	
		ছ) আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, রাজশাহী ও রংপুর এর মার্চ/১৯ মাসের পরিদর্শন প্রতিবেদনে দেখা যায়, কয়েকটি এলএসডিতে চালের মানের ত্রুটি-বিচ্যুতি রয়েছে। মহাপরিচালক মহোদয় শতভাগ বিনির্দেশসম্মত চাল সংগ্রহের উপর গুরুত্বারোপ করেন।	ছ) রাজশাহী ও রংপুরসহ সারাদেশে শতভাগ বিনির্দেশসম্মত চাল সংগ্রহ নিশ্চিত করতে হবে।	
		জ) চালের বাজার দর স্থিতিশীল রাখা ও প্রান্তিক কৃষকের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করার উপর গুরুত্ব দেয়া হয়।	জ) চালের বাজার দর যাতে স্থিতীশীল থাকে এবং কৃষক ন্যায্য মূল্য পায় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।	
		ঝ) রাজশাহীর বাঘাবাড়ী এলএসডি থেকে চাঁদপুর সিএসডিতে প্রেরিত চালের মান অতিশয় খারাপ, পোকায় খাওয়া মর্মে আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, চট্টগ্রাম সমন্বয় সভাকে অবহিত করেন। উপস্থিত আঞ্চলিক খদ্যা নিয়ন্ত্রক, রাজশাহী বলেন রাজশাহী অঞ্চলে পরিদর্শনকালে বিনির্দেশসম্মত চাল দেখেছেন। কোন খারাপ চাল প্রেরণ করার কথা নয়। প্রেরণ কেন্দ্র হতে বিনির্দেশসম্মত চাল প্রেরণ করা হয়; কিন্তু প্রাপক কেন্দ্র হতে খারাপ চাল পায় মর্মে জানানো হয়। চলাচলকালে চাল পরিবর্তন হয় মর্মে আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, রাজশাহী মত প্রকাশ করেন। তাই চলাচলকালে চাল যাতে পরিবর্তন না হয় এবং প্রেরণ কেন্দ্র হতে প্রেরিত চালের নমুনার সাথে মিলিকরণ করে; প্রাপক কেন্দ্র চাল গ্রহণ করতে পারে। সে ধরণের কার্যকরী উপায় খুঁজে বের করা দরকার। এছাড়া চাঁদপুর সিএসডির ভেতরে অবৈধভাবে বহিরাগত ব্যক্তি গ্যারেজ নির্মাণ করে গাড়ী রাখেন মর্মে অভিযোগ সভায় আলোচিত হয়।	ঝ) (i) প্রেরিত চাল প্রাপক কেন্দ্রে যাতে অবিকল পাওয়া যায়। সে বিষয়ে ব্যবস্থা নিতে হবে। (ii) আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, চট্টগ্রাম রসায়নবিদ এর মাধ্যমে বাঘাবাড়ী এলএসডি হতে চাঁদপুর সিএসডিতে প্রেরিত চাল পরীক্ষা নিরীক্ষা করে প্রতিবেদন প্রদান করবেন এবং সিএসডি'র ভেতরে কোন অবৈধ স্থাপনা তথা গ্যারেজ থাকলে তা অপসারণের বিষয়ে দ্রুত ব্যবস্থা নিবেন।	
		ঞ) বস্তার যথাযথ মান নির্ধারণ ও ৩০ কেজির বস্তা বিষয়ে পরিচালক হিসাব ও অর্থকে প্রধান করে একটি কমিটি গঠন করার বিষয় আলোচিত হয়। এ কমিটি ১০ দিনের মধ্যে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রতিবেদন মহাপরিচালক বরাবরে দাখিল করবেন।	ঞ) সংগ্রহ বিভাগ হতে পরিচালক, হিসাব ও অর্থকে প্রধান করে ৩০ কেজি বস্তার যথাযথ মান নিশ্চিত করার বিষয়ে কমিটি গঠনপূর্বক ১০ দিনের মধ্যে মহাপরিচালক বরাবরে প্রতিবেদন দাখিলের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।	

মোঃ আরিফুর রহমান অপু
মহাপরিচালক
খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

ক্র.নং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী দপ্তর
		ট) মহাপরিচালক (খাদ্য) এর একটি কল্যাণ তহবিল রয়েছে। এ থেকে খাদ্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হয়। বছরে একবার অর্ধ দিনের মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থ কল্যান তহবিলে চাঁদা প্রদানের সিদ্ধান্ত ইতোপূর্বে নেয়া আছে। সে অনুযায়ী চাঁদা পাওয়া যাচ্ছে না। সিদ্ধান্তের আলোকে নিয়মিতভাবে চাঁদা প্রদানের উপরে গুরুত্বারোপ করা হয়।	ট) কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অর্ধ দিনের মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থ খাদ্য অধিদপ্তরের কল্যাণ তহবিলে চাঁদা প্রদান করতে হবে। আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণ মাঠ পর্যায়ে চাঁদা আদায় নিশ্চিত করবেন।	
২।	খাদ্যশস্য চলাচল	(ক) পাক্ষিক মজুত প্রতিবেদন বিষয়ে পরিচালক চলাচল, সংরক্ষণ ও সাইলো বিভাগ জানান যে, ঢাকা/চট্টগ্রাম/রাজশাহী/রংপুর/ খুলনা/বরিশাল/ সিলেট বিভাগ হতে ১৫/৩/২০১৯ তারিখ পর্যন্ত পাক্ষিক মজুত প্রতিবেদন পাওয়া গেছে। কোন গড় মিল পাওয়া যায়নি।	(ক) পরিচালক, চলাচল, সংরক্ষণ ও সাইলো বিভাগের ই-মেইল/ফ্যাক্স এ যথাসময়ে পাক্ষিক মজুত প্রতিবেদন প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।	পরিচালক, চলাচল, সংরক্ষণ ও সাইলো বিভাগ/আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক (সকল)
		খ) সারাদেশে ২,৭৫,০০০ মে.টন বোরো/১৮ চাল মজুত রয়েছে। উক্ত চালের মজুতকাল ৮-৯ মাস। মজুতকৃত চাল বিভাগভিত্তিক সুষম বন্টনপূর্বক নিষ্পত্তি করার ব্যবস্থা গ্রহণ করার বিষয়ে আলোচনা করা হয়।	খ) খাদ্যবান্ধব ও অন্যান্য খাতে বিলি বিতরণের জন্য সকল বিভাগে সুষমভাবে বন্টন ও নিষ্পত্তির লক্ষ্যে সিআরটিসি/ডিআরটিসি/আইআরটিসি মাধ্যমে পুরাতন বোরো/১৮ চালের চলাচল সূচি জারি করতে হবে।	পরিচালক, চলাচল, সংরক্ষণ ও সাইলো বিভাগ/আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক(সকল)/জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক (সকল)।
		গ) পথখাতে খাদ্যশস্যের পরিমাণ নিরূপণের লক্ষ্যে গঠিত কমিটির প্রাথমিক প্রতিবেদন প্রদানের বিষয়ে আলোচনা হয়। চলাচল, সংরক্ষণ ও সাইলো বিভাগের ১৮/১১/২০১৮ খ্রি. তারিখের ৯৪০ নং স্মারকে প্রেরিত পত্রে ০২(দুই) মাস/তদূর্দ্ধ অপ্রাপ্ত ইনভয়ের সংখ্যা এবং "খ" ফরমে বিস্তারিত তথ্য প্রদান করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়। কিন্তু সময়টি বেশী হওয়ায় ০২(দুই) মাস/তদূর্দ্ধ এর স্থলে ০১(এক) মাস/তদউর্দ্ধ অপ্রাপ্ত ইনভয়ের সংখ্যা এবং "খ" ফরমে বিস্তারিত তথ্য প্রদান করার নির্দেশনা প্রদান করা প্রয়োজন।	গ-i) কমিটির পথখাতের প্রাথমিক প্রতিবেদন ৩০ জুন/২০১৯ এর ভিত্তিতে চুড়ান্ত করতে হবে। ii) চলাচল, সংরক্ষণ ও সাইলো বিভাগের ১৮/১১/২০১৮ খ্রি. তারিখের ৯৪০ নং স্মারকে প্রেরিত পত্রের নির্ধারিত ছকে ০২(দুই) মাস/ তদূর্দ্ধ এর স্থলে ০১(এক) মাস/ তদূর্দ্ধ অপ্রাপ্ত ইনভয়ের সংখ্যা এবং "খ" ফরমে বিস্তারিত তথ্য প্রদান করতে হবে।	পরিচালক-চলাচল, সংরক্ষণ ও সাইলো বিভাগ, আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক (সকল), জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক (সকল)।
		ঘ) নবনির্মিত সান্তাহার ওয়ারহাউজে খাদ্যশস্য মজুত, সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা সম্পর্কিত গঠিত কমিটির পুর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন পাওয়া গেছে।	ঘ) কমিটি কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদন আগামী সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	পরিচালক, চলাচল, সংরক্ষণ ও সাইলো বিভাগ;
		ঙ) আগামী ২০১৯-২০ অর্থ বছরের বাজেট বরাদ্দ হতে নির্বাহ করার জন্য খুলনা ও মহেশ্বরপাশা সিএসডির রেল সাইডিং মেরামত ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ সম্পাদনের নিমিত্ত যথাক্রমে ৮,৮০,৩৫,১৭৬.৭৩ টাকা এবং ১০,৯১,৭৫,৮১৮.২৪ টাকা ব্যয়ের প্রশাসিনক অনুমোদনের জন্য খাদ্য অধিদপ্তরের ২৭/৩/২০১৯ খ্রি. তারিখের ১৩.০১.০০০০.১১১. ৫৫.০১৮.৯৮-৪২৪ নং স্মারকে সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হয়েছে।	ঙ) ব্রডগেজ সংযুক্ত অন্যান্য এলএসডি/সিএসডি/সাইলো/ঘাট হতে রেলযোগে খাদ্যশস্য পরিবহণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	মহাপরিচালক, পরিচালক, চলাচল, সংরক্ষণ ও সাইলো বিভাগ; আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, ঢাকা/চট্টগ্রাম/সিলেট/ খুলনা/রাজশাহী/রংপুর
		চ) বোরো/২০১৯ সংগ্রহ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে কেন্দ্রীয়/বিভাগ/জেলা ভিত্তিক চলাচল পরিকল্পনা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।	চ)বোরো/২০১৯ সংগ্রহ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে বিভাগ/জেলা ভিত্তিক চলাচল পরিকল্পনা খাদ্য অধিদপ্তরে প্রেরণ করতে হবে।	বাস্তবায়নে- পরিচালক, চলাচল, সংরক্ষণ ও সাইলো বিভাগ; আখানি (সকল); জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক (সকল);

মোঃ আরিফুর রহমান অপু
মহাপরিচালক
খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

ক্র.নং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী দপ্তর
৩।	বেসরকারি পর্যায়ে গুদামের সংখ্যা ও ধারণক্ষমতা এবং গুদামে মজুত খাদ্যশস্য পরিবীক্ষণ	সভার আলোচনা মোতাবেক লাইসেন্সের শর্ত অনুযায়ী আমদানিকারক, পাইকারী ও খুচরা খাদ্যশস্য ব্যবসায়ী এবং চালকল মালিকদের নিকট থেকে নির্ধারিত ছকে পাক্ষিক প্রতিবেদন সংগ্রহ করে এর বস্তুনিষ্ঠতা যাচাই করে একীভূত প্রতিবেদন খাদ্য অধিদপ্তরে প্রেরণের বিষয়ে আলোচনা হয়।	নির্ধারিত ছক মোতাবেক লাইসেন্স ও মজুত সংক্রান্ত পাক্ষিক প্রতিবেদন এর বস্তুনিষ্ঠতা যাচাইপূর্বক নিয়মিতভাবে হালনাগাদ করে প্রেরণ করতে হবে।	পরিচালক, সরবরাহ, বন্টন ও বিপণন/সকল আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক/সকল জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক। সকল আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক/সকল জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক।
	ওএমএস কার্যক্রম	ওএমএস কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার বিষয়ে আলোচনা হয়।	সারাদেশে চলমান ওএমএসকার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ও তদারকি করতে হবে। মাঠ পর্যায় হতে আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণ যে পরিদর্শন প্রতিবেদন খাদ্য অধিদপ্তরে প্রেরণ করেন উক্ত প্রতিবেদনে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি এবং ওএমএসএর বিষয়েও উল্লেখ থাকতে হবে। কোথাও কোন প্রকার গাফিলতি বা অনিয়ম পরিলক্ষিত হলে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	পরিচালক, সরবরাহ, বন্টন ও বিপণন বিভাগ/প্রধান নিয়ন্ত্রক, ঢাকা রেশনিং, ঢাকা/সকল আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক/সকল জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক।
	খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি	ক) খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির আওতায় চাল বিক্রয় কার্যক্রমের বিষয়ে আলোচনা হয়। খ) খাদ্য বান্ধব কর্মসূচীর তালিকার মধ্য হতে যারা ইতোমধ্যে মৃত্যুবরণ করেছেন তাদের বাদ দিয়ে স্থানীয়দের মধ্য হতে বা জেলার মধ্য হতে অন্তর্ভূক্ত করে হালনাগাদ তালিকা প্রণয়ন করতে হবে। কোনভাবেই গম বিতরণ করা যাবে না। জামালপুর জেলায় খাদ্যবান্ধব কর্মসূচীর আওতায় গম বিতরণের বিষয়টি খতিয়ে দেখতে হবে।	ক) খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি বাস্তবায়নে কারো গাফিলতি, অবহেলা ও ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে থাকলে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে। খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির এপ্রিল'১৯ মাসের চাল মজুত স্বল্পতার কারণে ১৮.০৪.২০১৯ খ্রি. তারিখের মধ্যে গুদাম হতে উত্তোলন করতে না পারলে বর্ধিত সময়সীমা সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকের প্রস্তাবমতে পরবর্তীতে অনুমোদন দেয়া হবে। খ) খাদ্যবান্ধব কর্মসূচীরি তালিকা হতে মৃত ব্যক্তিদের বাদ দিয়ে স্থানীয়/জেলার মধ্য হতে হালনাগাদ তালিকা করতে হবে।	পরিচালক, সরবরাহ, বন্টন ও বিপণন/সকল আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক/সকল জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক।
	বাজারদর পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন	আটার বাজার দর নিয়ে পর্যালোচনা করা হয়। মাঠ পর্যায়ে আটার বাজার দর সরেজমিনে যাচাইপূবর্ক বাস্তব বাজার দর উপস্থাপন করার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়।	মাঠ পর্যায়ে আটার বাজার দর সরেজমিনে যাচাইপূর্বক বাস্তব বাজার দর উপস্থাপন করতে হবে। চলমান ওএমএস কার্যক্রমের আওতায় আটা বিক্রয় কার্যক্রম আরও জোরদার করতে হবে।	পরিচালক, সরবরাহ, বন্টন ও বিপণন/প্রধান নিয়ন্ত্রক, ঢাকা রেশনিং/সকল আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক/ সকল জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক।
৪।	রাজস্ব বাজেটের আওতায় রক্ষণাবেক্ষণ ও নির্মাণ কার্যাদি	ক) পরিচালক, চলাচল, সংরক্ষণ ও সাইলো বিভাগ বলেন যে, ১৯৭০ সালে ৫টি সাইলো নির্মিত হওয়ার পরে ১৯৯৯/২০০০ সালে চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ ও সান্তাহার সাইলো আংশিক বিএমআরই করা হয়। কিন্তু বর্তমানে সকল সাইলোর হপার স্কেল, বিভিন্ন ধরণের কনভেয়িং সিস্টেম ও ব্যাগিং হাউজের সংস্কার প্রয়োজন। যে সকল সাইলোতে জেটি বিদ্যমান সেখানে জেটি সমূহেরও সংস্কার আবশ্যক।	ক) সাইলোসমূহের বিএমআরইকরার ব্যাপারে পরিদর্শন, উন্নয়ন ও কারিগরী সেবা বিভাগ হতে অগ্রগতি জানাতে হবে। এছাড়া উক্ত বিভাগ হতে সকল সাইলোর বিভিন্ন সংস্কার/মেরামত নিয়ে একটি প্রকল্প গ্রহণের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	পরিচালক, পরিদর্শন, উন্নয়ন ও কারিগরী সেবা বিভাগ/সকল সাইলো অধীক্ষক/ সকল আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক/সকল জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক।

মোঃ আরিফুর রহমান অপু
মহাপরিচালক
খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

ক্র.নং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী দপ্তর
		খ) মোংলা সাইলোর স্পেয়ার পার্টস ক্রয় এবং সকল পার্টসের নামসহ স্পেসিফিকেশন পরিদর্শন, উন্নয়ন ও কারিগরী সেবা বিভাগে প্রেরণের জন্য সাইলো সুপার মোংলাকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।	খ) মোংলা সাইলোর কার্যক্রম স্বাভাবিক রাখার স্বার্থে প্রয়োজনীয় স্পেয়ার পার্টসের তালিকা পরিদর্শন, উন্নয়ন ও কারিগরী সেবা বিভাগের প্রেরণ করতে হবে।	
		গ) বিভিন্ন সিএসডি, এলএসডি ও সাইলোতে প্লাস্টিকের ডানেজ সরবরাহের বিষয়ে আলোচনা করা হয়। এছাড়া মাঠ পর্যায়ে ডানেজের চাহিদা বেশি থাকায় পউকা বিভাগ হতে বেশি পরিমাণ ডানেজ ক্রয়ের বিষয়ে আলোচনা করা হয়। বর্তমানে বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন হতে ৫০০০ পিস ডানেজ ক্রয়ের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ইতোমধ্যে ডানেজের আংশিক পরিমাণ বিভিন্ন এলএসডি সিএসডিতে বিতরণ করা হয়েছে।	গ) গুদামে রক্ষিত খাদ্যশস্যের গুণাগুন স্বাভাবিক রাখার স্বার্থে আরো বেশী পরিমাণ ডানেজ (প্লাষ্টিক) ক্রয়ের কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	
		ঘ) চট্টগ্রাম সাইলোর জেটি মেরামতের বিষয়ে বন্দর কর্তৃপক্ষ, চট্টগ্রামের সাথে সাইলো অধীক্ষককে যোগাযোগ করার বিষয়ে আলোচনা করা হয়।	ঘ) চট্টগ্রাম সাইলোর জেটি মেরামতের বিষয়ে সাইলো অধীক্ষককে বন্দর কর্তৃপক্ষ, চট্টগ্রামের সাথে যোগাযোগপূর্বক কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	
৫।	অভ্যন্তরীণ অডিট	ক) Audit Managment Software এর ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের নিমিত্তে প্রশিক্ষণার্থীদের তালিকা ইতোমধ্যে প্রশিক্ষণ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ বিভাগ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।	ক) প্রশিক্ষণার্থীদের তালিকা মোতাবেক প্রশিক্ষণ বিভাগ দ্রুত অডিট ম্যানেজমেন্ট সফটওয়ারের ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।	পরিচালক, প্রশিক্ষণ বিভাগ
		খ) প্রশিক্ষণ বিভাগ ও সিস্টেম এনালিষ্ট প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে সফটওয়ার নির্মাতা প্রতিষ্ঠানকে সম্পৃক্ত করবেন।	খ) সফটওয়ার নির্মাতা প্রতিষ্ঠানকে প্রশিক্ষণ প্রদানের কাজে সম্পৃক্ত করতে হবে। এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ বিভাগ বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।	পরিচালক, প্রশিক্ষণ বিভাগ ও সিস্টেম এনালিস্ট
		গ) প্রতিমাসে উত্থাপিত নতুন আপত্তি প্রতি মাসেই সফটওয়্যারে আপলোডকরণ অব্যাহত আছে। মার্চ/১৯ মাসে ৪৯টি আপত্তি আপলোড করা হয়েছে। এ পর্যন্ত মোট ১৪৫২টি আপত্তি আপলোড করা হয়েছে। কম্পিউটার জানা লোকবল কম থাকায় আপলোডের কাজ ত্বরান্বিত করা যাচ্ছে না।	গ) আপত্তিসমূহ অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ থেকে সফটওয়্যারে আপলোড অব্যাহত রাখতে হবে।	অতিরিক্ত পরিচালক, অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ
		ঘ) এপ্রিল/১৯ মাসে খুলনা বিভাগীয় নিরীক্ষা কমিটির সভা সম্পন্ন হয়েছে। এ মাসে ঢাকা ও বরিশাল বিভাগীয় নিরীক্ষা কমিটির আরো ২টি সভা সম্পন্ন হবে মর্মে তারিখ নির্ধারিত রয়েছে।	ঘ) অবিলম্বে ঢাকা ও বরিশাল বিভাগের সভা সম্পন্ন করতে হবে। প্রতিমাসে বিভাগীয় নিরীক্ষা কমিটির সভাসমূহ সঠিকভাবে সম্পন্ন করতে হবে।	পরিচালক (সকল), আখানি (সকল), অতিরিক্ত পরিচালক, অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ
		ঙ) এ মাসে ঢাকা বিভাগ হতে ৯টি, চট্টগ্রাম বিভাগ হতে ২টি, রাজশাহী বিভাগ হতে ১৫টি, খুলনা বিভাগ হতে ১টি, বরিশাল বিভাগ হতে ২টি, রংপুর বিভাগ হতে ১৩টি সর্বমোট ৪২টি বিএসআর পাওয়া গেছে। সিলেট বিভাগ হতে কোন বিএসআর পাওয়া যায় নাই। মার্চ/১৯ মাসে ১৭৭টি আপত্তি সংযোজন ও ১১০টি আপত্তি নিষ্পত্তি হয়েছে। বর্তমানে ৪১৮৬৩টি আপত্তি অনিষ্পন্ন রয়েছে।	ঙ) অনিষ্পন্ন আপত্তিসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে প্রতি বিভাগ হতে প্রতি মাসে কমপক্ষে ১০টি ব্রডশিট জবাব প্রেরণ করতে হবে। এছাড়া অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা সম্পন্নকৃত যে সকল স্থাপনার বিএসআর জবাব এখনও প্রেরণ করা হয়নি তা আগামী ১(এক) মাসের মধ্যে প্রেরণ করতে হবে। আপত্তি নিষ্পত্তি ও ব্রডসিট জবাব প্রাপ্তির সংখ্যা প্রতি সভায় অবহিত করতে হবে।	আখানি (সকল), অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ

মোঃ আরিফুর রহমান অপু
মহাপরিচালক
খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

ক্র.নং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী দপ্তর
৬।	বাণিজ্যিক অডিট	ক) সাধারণ আপত্তি দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে দ্বি-পক্ষীয় সভা আরও নিয়মিত আয়োজনের জন্য বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তরে নিয়মিত কার্যপত্র প্রেরণ করতে হবে।	ক) প্রতি মাসে দুইটি দ্বি-পক্ষীয় সভার আয়োজনের লক্ষ্যে বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তরে কার্যপত্র প্রেরণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১। সকল পরিচালক, সকল আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক।
		খ) অতিরিক্ত পরিচালক সভায় জানান যে, মাঠ পর্যায় হতে আশানুরূপ ব্রডশীট জবাব পাওয়া যাচ্ছে না। বিশেষত: খসড়া ও সংকলন অনুচ্ছেদের জবাব পাওয়াই যায় না।	খ) কোন ভাবেই যেন আশানুরূপ জবাব প্রেরণ না করার হেতু আপত্তি সমূহ পরবর্তী ধাপে উন্নীত না হয় সে বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে। আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, রংপুর ও খুলনা প্রতি মাসে কমপক্ষে ২০টি অগ্রিম/ খসড়া/সংকলন ব্রডশীট জবাব প্রেরণ করবেন এবং আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, বরিশাল ও সিলেট প্রতি মাসে কমপক্ষে ১০টি ব্রডশীট জবাব প্রেরণ করবেন।	২। সকল আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক।
৭।	**বিবিধঃ**			
৭.১)	শুদ্ধাচার	মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়ে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন অগ্রগগতি পরিবীক্ষণ কাঠামো, ২০১৮-১৯ এর মূল্যায়ন সংক্রান্ত নির্দেশিকার আলোকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য বলা হয়।	শুদ্ধাচার মূল্যায়ন নির্দেশিকার আলোকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সঠিকভাবে শুদ্ধাচার বিষয়ক কোয়ার্টারভিত্তিক প্রতিবেদনসমূহ খাদ্য অধিদপ্তরে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।	সকল পরিচালক/ অতিরিক্ত পরিচালক/ আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক/সাইলো অধীক্ষক
৭.২)	PIMS Software	খাদ্য অধিদপ্তরসহ মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন স্থাপনা হতে নিয়মিতভাবে PIMS Software হালনাগাদ করার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়।	খাদ্য অধিদপ্তরসহ মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন স্থাপনায় নিয়মিতভাবে PIMS Software হালনাগাদ করতে হবে।	সকল কার্যালয়।
৭.৩)	মাঠ পর্যায়ে ই-নথি বাস্তবায়ন-	মাঠ পর্যায়ে ই-নথির বাস্তবায়ন কার্যক্রম বিষয়ে আলোচনা হয়। ই-নথি কার্যক্রম বৃদ্ধি করার জন্য জোর দেয়া হয়। আবশ্যিকভাবে ই-নথি বাস্তবায়ন করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	মাঠ পর্যায়ে আবশ্যিকভাবে ই-নথি বাস্তবায়ন করতে হবে। যে সকল বিভাগ/জেলা ই-নথিতে কার্যক্রম শুরু করেছেন তাদের তালিকা প্রেরণ করতে হবে এবং যে সকল বিভাগ/জেলা এখন পর্যন্ত ই-নথিতে কার্যক্রম শুরু করেননি দ্রুততম সময়ের মধ্যে ই-নথির কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	সকল আঞ্চলিক ও জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক।
৭.৪)	আখানি, জেখানি ও উখানি দপ্তরে ওয়েব পোর্টাল হালনাগাদকরণ-	মাঠ পর্যায়ের ওয়েব সাইটসমূহ সংশ্লিষ্ট দপ্তর হতে নিয়মিত হালনাগাদ করতে বলা হয়। মাসিক সমন্বয় সভার নোটিশ, কার্যবিবরণী, সংগ্রহ, মিলার তালিকা, ও খাদ্যবান্ধব ভোক্তাদের তালিকাসহ গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি নিয়মিত স্ব স্ব কার্যালয়ের ওয়েবসাইটে আপলোড করার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়।	মাঠ পর্যায়ের ওয়েব সাইটসমূহ সংশ্লিষ্ট দপ্তর হতে নিয়মিত হালনাগাদ করতে হবে। মাসিক সমন্বয় সভার নোটিশ, কার্যবিবরণী, সংগ্রহ, মিলার তালিকা, ও খাদ্যবান্ধব ভোক্তাদের তালিকাসহ গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি নিয়মিত স্ব স্ব কার্যালয়ের ওয়েবসাইটে আপলোড করতে হবে। খাদ্য অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট এর প্রদত্ত সকল তথ্যাদি হালনাগাদ রাখতে হবে।	সকল আঞ্চলিক, জেলা ও উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক। সিস্টেম এনালিস্ট, কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ইউনিট, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

মোঃ আরিফুর রহমান অপু
মহাপরিচালক
খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

ক্র.নং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী দপ্তর
৭.৫)	ই-জিপি ক্রয় কার্যক্রম	ই-জিপি মাধ্যমে ক্রয় কার্য সম্পন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়। সকল আখানি ও সাইলো কার্যালয়ের কর্মকর্তা/কর্মকর্তা কর্মচারীদের ই-জিপিতে ক্রয় কার্যক্রম বিষয়ে ১০-১২ ফেব্রুয়ারী, ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করা হয়েছে।	আগামী অর্থবছর হতে ই-জিপিতে ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়নসহ ই-জিপি মাধ্যমে আবশ্যিকভাবে ক্রয় কার্য সম্পন্ন করতে হবে।	সকল আঞ্চলিক ও জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক।

আর কোন আলোচনা না থাকায় মহাপরিচালক, সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(মোঃ আরিফুর রহমান অপু)
মহাপরিচালক
ফোন- ৯৫৮৪৮৩৪
dg@dgfood.gov.bd

স্মারক নং ১৩.০১.০০০০.০৩১.০৬.০০৪.১৯. ৮২৬ (৬০)

তারিখঃ ৬/৫/২০১৯ খ্রি.।

অনুলিপিঃ সদয় জ্ঞাতার্থে/জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে।

১। সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।
৩। অতিঃ মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।
৪। প্রকল্প পরিচালক (সকল), খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।
৫। পরিচালক, প্রশাসন/সববি/চসসা/পউকা/সংগ্রহ/প্রশিক্ষণ/হিসাব ও অর্থ বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।
৬। বিজ্ঞ আইন উপদেষ্টা, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।
৭। প্রধান মিলার, পোস্তগোলা সরকারি আধুনিক ময়দা মিল, পোস্তগোলা, ঢাকা।
৮। অতিঃ পরিচালক, প্রশাসন/অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা/এমআইএসএন্ড এম বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।
৯। আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, ঢাকা/চট্টগ্রাম/রাজশাহী/খুলনা/বরিশাল/সিলেট/রংপুর।
১০। প্রধান নিয়ন্ত্রক, ঢাকা রেশনিং, ঢাকা।
১১। সিস্টেম এনালিস্ট, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা (ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো)।
১২। প্রশাসনিক কর্মকর্তা, প্রশাসন বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

(মামুন আল মোর্শেদ চৌধুরী)
উপ-পরিচালক (সংস্থাপন)
ফোন-৯৫৬১২০৯
dd.est@dgfood.gov.bd